APR. 08 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ২

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ খুলুন

একবিংশ শতাব্দীতে তথ্য প্রযুক্তির পাশাপাশি ফলপ্রসূ গণযোগাযোগ ব্যবস্থা এখন যে কোনো দেশের জাতীয় উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত। তদুপরি, বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গণযোগাযোগ বিষয়টি আন্তঃশিক্ষাক্রমের লক্ষ্যে অনেক আগেই একটি প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এর ফলে উন্নয়নকামী বিশ্বের কতিপয় দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেশ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও তথ্য বিভাগসমূহে দায়িত্ব পালন ছাড়াও, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও পরিদপ্তরগুলোর কার্যক্রমেও শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণযোগাযোগ বিষয়ক পেশাগত জনশক্তিকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিগত শতাব্দীতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশাগত ঐ বিষয়টির শিক্ষা কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন বা সম্প্রসারণ হয়নি।

৪০ বছর পূর্বে ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স চালুর মাধ্যমে উক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়। এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স তুলে দিয়ে সেখানে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। কিন্তু এখনো সেখানে এমফিল, বা পিএইচডি-এর মতো গবেষণা ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা হয়নি।

দেশের অন্য দুটি যথা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ১৯৯২ এবং ১৯৯৩ সালে গণযোগাযোগ/সাংবাদিকতায় অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। কিন্তু দেশের অন্য ৪টি যথা জাহাঙ্গীরনগর, খুলনা, শাহজালাল এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে এবং উদ্যোগের অভাবে এখনো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে শিক্ষাকার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, গণযোগাযোগ/সাংবাদিকতা এখন একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং উন্নয়নমুখী প্রায়োগিক শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত।

গণযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা এখন একে অপরের সম্পূরক হওয়ায় এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং তথ্য প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়টিকে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ড. এম জাহাঙ্গীর কবির
সাবেক চেয়ারম্যান, গণযোগাযোগ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং
পরিচালক, সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র,
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।